দৈনিক ইনকিলাব

C43

তারিখ 28 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

নিষিদ্ধ নোট বই বাজারে কেন?

মনে করেছিলাম নোট বই নিয়ে আমাদের আর কোনো কথা বলতে হবে না। কারণ, বেশ কয়েক বছর আগেই স্কুলের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যে কোনো বই-এর নোট মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পরে নামী-দামী প্রকাশকরা নোট বই-এর ব্যবসা ছেড়ে দিলেও অন্য এক শ্রেণীর ভুঁইফোঁড় প্রকাশক চট করে সুপ্রচুর টাকা কামানোর এই সহজ সুযোগটি লুফে নিয়েছেন। তবে তাদের প্রকাশিত নোট বইগুলোর মান যেমন নীচু দাম আবার তেমনি উঁচু। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের বেশী দামে অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের নোট বই নামক জঞ্জাল কিনতে হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঞ্জালরূপী নোট বই কেনার কি প্রয়োজন? প্রশ্নটি যে সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটা সকলেই জানেন। আর এ কথাও নিশ্চয়ই সকলে জানেন যে, সহজে পরীক্ষায় পাস করার জন্যে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই নোট বই-এর উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ভুলে ভরা নিম্নমানের নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই দেশের লাখ লাখ শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এসব নিষিদ্ধ নোট বই সারা দেশেই পাওয়া যাচ্ছে এবং এগুলোর দামও খুব বেশী। যারা এই নোট বই প্রকাশ করছেন তাদের সঠিক নাম-ঠিকানাও এসব বই-এ থাকে না। খবরে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় অবাধেই নিষিদ্ধ নোট বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

এ খবরের প্রেক্ষিতেই আমাদের আবারও কিছু বলতে হচ্ছে। যে নোট বই বহু দিন আগে নিষিদ্ধ হয়েছে সেই নোট বই-এর ব্যবসা এমন জমজমাট হয়ে উঠতে পারে কিভাবে সে কথা চিন্তা করে আমরা বিস্ময় বোধ করছি। বইপাড়ায় ও প্রকাশনার ব্যাপারে কি চলছে সে খবর কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাখেন না? অবস্থা দেখে মনে হতে পারে যে, তারা এ ব্যাপারে অবহিত নন। কিন্তু, আমরা জানি, কিছুদিন আগে ঢাকার বইপাড়া বাংলাবাজারে নিষিদ্ধ বই-এর কাজ-কারবার দমনের জন্যে পুলিশী অভিযান চালানো হয়েছিলো। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, এই অপকর্ম কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। যদি তা-ই হয় তাহলে অবাধে নিষিদ্ধ নোট বই ঢাকাসহ গোটা দেশে কিভাবে প্রাকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে সেটাও একটা প্রশ্ন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই। অসংখ্য ভুল তথ্য ও বানানে ভর্তি এই নোট বইগুলো শিক্ষার্থীদের যে উপকারের পরিবর্তে অপকারই করছে বেশী সে কথা নতুনভাবে বলার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ সাধনের যে শুভ মনোভাব ও আশা নিয়ে নোট বই-এর ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, বর্তমানে যে হারে ভুলে ভর্তি নিম্নমানের নোট বই বেরুচ্ছে তাতে প্রতিভার বিকাশ তো দূরের কথা বরং শিক্ষার্থীরা ভুল শিখে নিজেদের মেধার অপচয়ই শুধু করছে। এ ধরনের অবস্থা কখনোই কাম্য হতে পারে না। এমনিতেই দেশে পরীক্ষায় পাসের জন্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অসাধু উপায় অবলম্বন করা একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক রীতিতে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে যারা অসাধু উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী নয় অথচ নোট বই-এর ভুল তথ্য ও বানান শিখে পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থতা বরণ করে তাদের কি হবে? তারা যদি পরে অসাধু উপায় অবলম্বনের পথ বেছে নেয় তাহলে কি অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে না?

আমরা মনে করি, নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই-এর ব্যবসার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরো সচেতন হওয়া আবশ্যক। কিভাবে, কোন রহস্যপূর্ণ কারণে এইসব নিষিদ্ধ নোট বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তা খুঁজে বের করা দরকার। যারা এই বেআইনী কাজে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধেও যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী সে কথাও বলাই বাহুল্য।